যোগেন চৌধুরী, সোনালি আলোর বাঘ

নাসের হোসেন

হিলহিলে সরু সাপের মতো রেখা এগিয়ে যাচ্ছে, খুব বেশিক্ষণ নয়, অল্প সময়ের মধ্যেই কোনো-না-কোনা রূপ তৈরি করছে। কখনো সে-রেখার আশেপাশের জমিতে কিরিকিরি কলমের কারিকুরি, যার উপর হয়তো-বা- তুলির প্রলেপ, অথবা তা-ও নয়। বেশির ভাগ ছবিতেই হালকা কোনো রং, বা দু-চারটে রং। যাই হোক না কেন, সবকিছুই আশ্চর্য বর্ণময়। সাদা-কালো ড্রয়িং-এর মধ্যেও এই বর্ণময়তা টের পাওয়া যায়। তাঁর সমস্ত ছবির মধ্যেই, ছোটো বড়ো মাঝারি — সবরকম কাজের মধ্যেই, এক অদ্ভুত শক্তির বিচ্ছুরণ অনুভব করা যায়। এই শক্তিকে আত্মবিশ্বাস বলা যেতে পারে। আত্মবিশ্বাস — বিশ্বের সমস্ত চিত্রভাস্কর্যের ধারাবাহিকতার প্রতি গভীর আস্থা থেকে উদ্ভূত, এরকমই আমার মনে হয়েছে। অবশ্য এই আস্থার মধ্যে এক ধরণের তীব্র অনাস্থাও থাকে, যা একজন শিল্পীর স্বকীয়তাকে, নিজস্বতাকে নির্মাণ করতে সহায়ক হয়। আসলে এই আত্মবিশ্বাস নিজেরই উপর, যেজন্য 'আত্ম' শব্দটি পরিব্যাপ্ত থাকতে চায়। প্রতিটি রেখায় প্রতিটি রঙে প্রতিটি বিন্দুতে স্পন্দমান থাকে সংবেদন বা সংবেদনের নিহিত বিভাব। কী দেখায় সে- সংবেদন? শুধুই কিছু রেখা ও রঙ? অথবা, কেবলি কি জীবন ও জগৎ-কে ভিন্নভাবে অবলোকনের বিশিষ্ট কোনো ভাবভঙ্গি। আমার বারবার মনে হয়েছে এই সবকিছু মিলিয়ে এমন একটা অভিপ্রায়, যা অনর্গল ব্যক্ত হতে হতে ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছে ঘর থেকে গ্যালারি, গ্যালারি থেকে গ্যালারিতে, দেশদেশান্তরে, আকাশেবাতাসে, মানুষের মনের ভিতর। মন — যা অবশ্যই মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে, যদিও তা হৃদয়ের উত্তাপে সমাকীর্ণ,, সম-উচ্ছ্বাসে, সম নীরবতায়, সম-মুখরতায়, সম-ফিসফিসানিতে আদৃত। তুমি ওইসব ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়াও, একবার তার মধ্যে ঢুকে পড়লে সে-এক অজানা জগৎ। শত জানা মনে হলেও তা অজানা থেকে যায়। এত জটিল এর ভিতর, এর অভ্যন্তর, এর নানান অলিগলি, এর ইতিহাস, এর অতীত, এর বর্তমান — অথচ বহিরঙ্গে কী দারুণ সহজ। সহজ অথচ কী নির্মোহ আকর্ষণ। এমন আকর্ষণ একমাত্র মানুষকে ভালোবেসেই সম্ভব, একমাত্র প্রকৃতিকে ভালোবেসেই সম্ভব, একমাত্র সমাজ-অঙ্গীভূত মানুষগুলোর অস্তিত্বের সহমর্মিতার কারণেই সম্ভব। একধরনের প্রশ্ন জারিত করার জন্যই সম্ভব। প্রতিটি ঘরের সাংসারিক মানুষগুলোর বিপন্ন সংঘর্ষ অথবা সংঘর্ষহীনতার। তাঁর প্রেমিক-প্রেমিকার কোনো বয়স নেই। কখনো কখনো মনে হয় তাদের শরীরের উপর অনেকদিনের পুরোনো ঝড় বয়ে গেছে, কখনো কখনো মনে হয় তাদের শরীরের ভিতর থেকে কোন্ এক মায়াবলে সমস্ত অস্থি লোপাট করা হয়েছে। তবুও তারা ভ্রূক্ষেপহীন, তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ। কখনো কখনো হিংস্র-জটিলতা বা সরল হিংস্রতাও উঠে এসেছে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই সব বিপন্নতার মাঝে নরনারীর অদ্ভুত দ্বন্দ্বময় 'মিঠে' সম্পর্ক কথা বলছে, তাদের অশ্রুত কণ্ঠস্বর চারপাশে শোনা যেতেথাকে। এমনকী ফ্লাওয়ার ভাস-এর গায়ের বিচিত্র নকশা এবং ফুলের অদ্ভুত গড়ন, এইসব স্টিললাইফ, এগুলির মধ্যেও নেই নিবিড় গার্হস্থ্যের বর্ণসুষমা খেলা করে।

তাঁর ছবিতে কখনো একক নারী বা রানি উপস্থিত হয়, তমসাচ্ছন্ন চেয়ারে, যেন - বা বিদ্যুতের ঝিলিকে চিনতে পারি আসলে সেটা একটা রত্নসিংহাসন, বিমূর্ততার প্রলেপ সেটাকে কিছুটা চাপা দিয়ে থাকলেও, 'নিষ্প্রভ' করতে পারে না। কখনো-বা ভাঁজ করে ঝোলানো পর্দা, কখনো-বা মোজাইক মেঝের ইশারা — সমস্ত প্রতিবেশে মৃদুরঙা ধূসরতা ছড়িয়ে দেয়। কোনো ছবিতে একা পুরুষ, সহস্র সূক্ষ্ম দাগে ত্রিমাত্রিকতার আভাস, কখনো তার শরীরে যন্ত্রণার উৎক্ষেপ, কখনো-বা অন্তর্নিহিত যৌনতার নিবিড় উদ্ভাস, এক ধরনের শরীর-টনটনে ব্যথা, কখনো-বা তার নগ্নপিঠের উপর একটি লম্বাটে ক্ষতচিহ্ন, যেন বা লম্বাটে ঝরে-পড়া পাতা, কেবল সে -পাতার বর্ণ চিরাচরিত সবুজ বা বাদামি নয়, অন্য কোনো রঙ — যার সঙ্গে যন্ত্রণাময় ক্ষতের মিল রয়েছে, অথবা তা ভগ-চিহ্ন, যার তাপিত দহনের মধ্যে ভগবানের উপলব্ধি জায়মান থাকে। এই মুখগুলি একান্তভাবেই যোগেন সৃষ্ট, এই শরীরগুলি একান্তভাবেই যোগেনের হাতে গড়া, এই পরিবেশ ও

পরিস্থিতিগুলি যোগেন ছাড়া আর - সবার ছবিতে দুর্লভ। ইদানীং বেশকিছু নবীন শিল্পীর কাজের মধ্যে যোগেনের ছায়া উঁকিঝুঁকি মারে, মনে হয় এটাই তো স্বাভাবিক, যোগেনর ছবি এমনি আগ্রাসী তা মুহূর্তের মধ্যে দর্শকের মস্তিষ্কে স্থায়ী আবেশ গড়ে নেয়, হৃদয়ে জাগায় নিরবচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়ার সংবহন। যে কোনো সাধারণ দর্শকের যদি এই অবস্থা ঘটে, একজন নবীন শিল্পীর মনের আকাশে অবশ্যই কত যে সম্ভাবনার অনুসরণ তৈরি করে, যা বিদ্যুৎঝলকের মতো অথচ প্রত্যন্ত স্থায়ী। কেউ কেউ আতংকিত হতে পারেন, এ আশংকায়, কিন্তু আতংকের কী আছে, যে-কোনো ভালো কাজ একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিল্পীকে মোহিত করবে এটাই যে স্বাভাবিক। এবং তা সমৃদ্ধ করে। একজন শিল্পী, তিনি নবীন বা প্রবীণ, চিরকাল এরকম সমৃদ্ধ হতে থাকেন পৃথিবীর ভালো ভালো বা উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মে নিমজ্জিত হয়ে। এ সমৃদ্ধ হওয়া একেকজনের একেক রকম। প্রকৃত শিল্পীই নিজেকে এভাবে সমৃদ্ধ করতে করতে এগিয়ে চলেন। যোগেনের পূর্বাপর কাজ দেখতে দেখতে মনে হতে বাধ্য, যে, এই শিল্পী কোথাও থেমে থাকেননি। একের পর কে অভূতপূর্ব খননে তিনি আপ্লুত, নিজস্ব কথোপকথনে ব্যস্ত। যদিও আগে যেমন, এখনও তেমন, তাঁর পাশেপাশে জাগ্রত সময়, জাগ্রত মানুষজন। সময়ের সঙ্গে তাঁর মরমী কথাবার্তা, মানুষজনের সঙ্গে তাঁর মরমী কথাবার্তা। যোগেনের সদালাপী, শিশুর সারল্যমাখা হাসি, এবং জেস্‌চার, তাঁর কপালে ঝুঁকে আসা চুলের রঙ বয়স্ক হয়, যদিও দু-চোখের মণিতে পুরোনো উজ্জ্বলতা কখনো ম্লান হয় না, সে বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বলতার মধ্যে হৃদয়ের উত্তাপ টের পাওয়া যায়।

এতদিন ধরে তাঁর যে সমস্ত ছবি দেখেছি, তাঁর যে জগৎ, তা সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও তার কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট পরিচিত গন্তব্য থাকে না, থাকতে পারে না। এই অনির্দিষ্ট পথপরিক্রমায় চতাঁর সে-জগৎ ক্রমশ প্রকাশ্য, আরো কত যে অচেনার আনন্দ অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য। তাঁর পাশেপাশে আমরাও চলেছি। তিনি দেখাচ্ছেন আর আমরা দেখছি। তিনি না দেখালে আমরা দেখতে পেতাম না। অথবা, এমনভাবে দেখতে শিখতাম না । মাঝেমাঝে ভাবি কী বিপুল ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য থাকলে এরকম একটি দৃশ্য রচনা করা যায়, অননুকরণীয় ভঙ্গিমায় আকাশে সোনা-গলা চাঁদের আলোয় দীর্ঘ একটি বাঘ, যার সমস্ত শরীরে ডোরা, একই সঙ্গে যে আদুরে এবং ভয়ংকর, আগ্রাসী এবং সৌন্দর্যময়, চারপাশে কম্পমান প্রেম ও সংহারের অসামান্য মেলবন্ধন। কিংবা নকশাকাটা বিছানায় শুয়ে থাকা পুরুষ বা রমণী, তাদের বালিশের উপর যোগেনর হস্তাক্ষরে লেখা রয়েছে : ভালোবাসা! ভালোবাসা! আর তারপর কী রকম বৃষ্টি ঝরে, ঝরতে থাকে, চারদিকে শরীরের কনকনে ঠাণ্ডার মতো মৌনতা। হয়তো - বা এই মৌনতা সেই চিরনতুন মৌনতারই নামান্তর, জীবন্ত, উষ্ণ এবং হিম।